West Bengal Art and Culture | পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও সংস্কৃতি

ভারতীয় রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে ভারতের অন্যতম ধনী সংস্কৃতি বলে মনে করা হয়। ইতিহাসে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তার অপরিসীম অবদানে গর্ব করার পাশাপাশি, রাজ্যটি দেশের বিশ্বজনীন সংস্কৃতির পথিকৃৎ হওয়ার কৃতিত্বও গ্রহণ করেছে। বছরের পর বছর ধরে, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের নিখুঁত মিশ্রণ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।
বাংলার বর্তমান সংস্কৃতির শিকড় রয়েছে রাজ্যের ইতিহাসে। অতীতে, বাংলা বিভিন্ন শাসকদের হাতে ঘুরে বেড়িয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন করে তুলেছে।

একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে , 'বাংলা আজ যা ভাবছে, বাকি ভারত আগামীকাল তা ভাববে'। এটা বলে দেয় যে বাংলার মানুষের কী সমৃদ্ধ জেনেটিক উত্তরাধিকার রয়েছে। রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের মতো মহান সমাজ সংস্কারকদের আবাসস্থল ছিল বাংলা। রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং নোবেল জয়ী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরেরও জন্ম বাংলার মাটিতে। আজ, বাঙালিরা ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ এবং আধুনিক ঐতিহ্যের মিশ্রণকে প্রতিফলিত করে। শিল্প, নৈপুণ্য ও সংগীতের প্রতি তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রধানত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে।

West Bengal Art and Culture: Dance | পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নৃত্যরূপ

পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের একটি অবিশ্বাস্য রাজ্য, তার সংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত এবং সুস্বাদু খাবারের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন প্রাচীন লোকনৃত্য ও সঙ্গীতের আবাসস্থল। নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নৃত্যরূপগুলিকে উল্লেখ করা হল-

- **ব্রিটা নাচ বা বৃত্ত নাচ:** ব্রিটা নাচ বা বৃত্ত নাচ হল পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এমন মহিলাদের দ্বারা সঞ্চালিত হয় যাতে তাদের সন্তানদের ইচ্ছা পূরণ হয়। কোনও ব্যক্তি বা তাদের প্রিয়জনরা যখন কোনও সংক্রামক বা প্রাণঘাতী রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে তখনও নাচটি সঞ্চালিত হয়।
- **গম্ভীরা নৃত্য:** গম্ভীরা নৃত্য একটি নৃত্য যা মূলত রাজ্যের উৎসবের সময় সঞ্চালিত হয়। এই ভক্তিমূলক লোকনৃত্যের বিষয়বস্তু সমসাময়িক সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার উপর ভিত্তি করে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে জনপ্রিয়, নাচটি একটি একক অনুষ্ঠান যেখানে অংশগ্রহণকারী পারফর্ম করার সময় একটি মুখোশ পরেন।
- **সাঁওতাল নৃত্য:** সাঁওতাল নৃত্য একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং প্রফুল্ল নৃত্য যা সাঁওতালি উপজাতির পুরুষ ও মহিলা উভয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। নাচের থিমটি লিঙ্গ সমস্যা এবং জমির অধিকার সম্পর্কিত। এটি বসন্ত উৎসব উদযাপনের জন্য সঞ্চালিত হয়।
- **লাঠি নাচ:** নাচের সবচেয়ে সুপরিচিত ফর্মগুলির মধ্যে একটি হল লাঠি নাচ। মুসলিম উৎসব মহরমের প্রথম দশ দিনে সঞ্চালিত, এটি অনুশোচনা, উদযাপন, ক্রোধ, ব্যথা এবং ভালবাসার মতো মানব জীবনের বিভিন্ন আবেগ প্রকাশ করে।
- **ছৌ:** রাজ্যের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত উপজাতীয় নৃত্যের ফর্মগুলির মধ্যে একটি। নৃত্যটি মার্শাল আর্ট, অ্যারোবিক্স এবং অ্যাথলেটিক্স উদযাপন থেকে শুরু করে শৈববাদ, শক্তিম এবং বৈষ্ণবধর্মে পাওয়া ধর্মীয় থিমগুলির সাথে একটি কাঠামোগত নাচ পর্যন্ত বিস্তৃত। নৃত্যের দ্বারা প্রণীত গল্পগুলি রামায়ণ এবং মহাভারতের মহান মহাকাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

West Bengal Art and Culture: Music | পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত

বাংলা সঙ্গীত বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আসলে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত তার সংস্কৃতির রূপরেখা। বাংলা সংগীতের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে, বাংলা ক্লাসিক্যাল থেকে শুরু করে বাংলার লোকসংগীত এবং এমনকি রক পর্যন্ত। নিম্নে বাংলার বেশ কিছু সঙ্গীত শৈলী উল্লেখিত হল-

সঙ্গীত শৈলী	সম্পর্কিত তথ্য
বাউল	বাউল একটি প্রচলিত ভক্তিমূলক ঐতিহ্যের অন্তর্গত, যা হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বাংলা এবং সুফি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত, তবে এদের থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা। বাউল কোনও সংগঠিত ধর্মের সাথে বা বর্ণ ব্যবস্থা, বিশেষ দেবতা, মন্দির বা পবিত্র স্থানগুলির সাথে জড়িত না।
কীর্তন	একটি সংস্কৃত কথা থেকে উদ্ভূত যার অর্থ আবৃত্তি, প্রশংসা, বা মহিমান্বিত করা, সহজভাবে বলা যায়, কীর্তন হ'ল দেবত্বের কোনও রূপের প্রশংসা এবং মহিমান্বিত করার কাজ।
শ্যামা সঙ্গীত	শ্যামা সঙ্গীত হল হিন্দু দেবী শ্যামা বা কালীকে উৎসর্গীকৃত বাংলা ভক্তিমূলক গানের একটি ধারা, যেটি সার্বজনীন মা-দেবী দুর্গা বা পার্বতীর একটি রূপ।
রবীন্দ্র সঙ্গীত	রবীন্দ্র সংগীত, যা ঠাকুরের গান নামেও পরিচিত, ভারতীয় উপমহাদেশের গান, যা বাঙালি পলিমথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা লিখিত ও সুর করা হয়েছে, যিনি 1913 সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, প্রথম ভারতীয় যিনি এই জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

নজরুল গীতি	নজরুল সঙ্গীত, আক্ষরিক অর্থে "নজরুলের গীত", বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত ও সুর করা গানকে বোঝায়। নজরুল গীতি বৈপ্লবিক ধারণার পাশাপাশি আরও আধ্যাত্মিক, দার্শনিক এবং রোমান্টিক থিমকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
অতুলপ্রসাদের গান	অতুলপ্রসাদ মূলত একজন সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার, একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী, একজন অত্যন্ত সফল ব্যারিস্টার এবং একজন বিদ্রোহী হিসাবে পরিচিত। তাঁর গানগুলি তিনটি বিস্তৃত বিষয়কে কেন্দ্র করে- দেশপ্রেম, ভক্তি এবং ভালবাসা।
দ্বিজেন্দ্রগীতি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যিনি ডি এল রায় নামেও পরিচিত, ছিলেন একজন ভারতীয় কবি, নাট্যকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি তাঁর হিন্দু পৌরাণিক ও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক নাটক এবং দ্বিজেন্দ্রগীতি বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান নামে পরিচিত গানের জন্য পরিচিত ছিলেন।
কান্ত গীতি	রজনী কান্ত সেন ছিলেন একজন বাঙালি কবি ও সুরকার যিনি ভক্তিমূলক এবং দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন। তিনি কান্তকবি নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর গানের নাম কান্ত গীতি।
আধুনিক বাংলা গান	মান্নাদে-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় -কিশোর কুমার-সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়-লতা মঙ্গেশকর- এনাদের কণ্ঠে শুনতে পাওয়া গান।

বাংলা রক	পশ্চিমবঙ্গের রক সঙ্গীতের উৎপত্তি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের প্রথম বাঙালি রক ব্যান্ড ছিল মোহিনের ঘোরাগুলি। আধুনিক সময়ে, এই ধরনের সঙ্গীতে বিকৃত বৈদ্যুতিক গিটার, বেস গিটার এবং ড্রামস ব্যবহার করা হয়, কখনও কখনও পিয়ানো এবং কীবোর্ড সাথে যুক্ত হয়। প্রারম্ভিক সময়ে আধুনিক সময়ে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির সাথে স্যাক্সোফোন, বাঁশি, বেহালা এবং বেস বেহালাও ছিল।

West Bengal Art and Culture: Painting | পশ্চিমবঙ্গের চিত্রশিল্প

বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট, যা সাধারণত বেঙ্গল স্কুল নামে পরিচিত, একটি শিল্প আন্দোলন এবং ভারতীয় চিত্রকর্মের একটি শৈলী যা বাংলা, প্রধানত কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনে উদ্ভূত হয়েছিল এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ রাজের সময় ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বিকশিত হয়েছিল। বাংলার চিত্রশিল্পীরা ভারতের নবজাগরণ আন্দোলনের সময় তাদের শিল্পরূপের একটি বিশাল এবং গভীর সম্প্রসারণকে চিত্রিত করেছিলেন। তাদের থিমগুলি বৈচিত্র্যময়, বৈচিত্র্যময় এবং সমাজের বিদ্যমান চিত্র থেকে অনুপ্রাণিত।

নীচে বাংলার বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা রয়েছেন:

- **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর**: তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম সারির শিল্পী। তাঁর সাহায্য ও প্রচেষ্টায়, ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে চিত্রকলার একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি বেঙ্গল স্কুল অফ পেইন্টিং নামে পরিচিত হয়েছিল।
- **যামিনী রায়**: যামিনী রায় ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। তিনি 1887 সালে বাংলার বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি কবি, ব্রাহ্ম সমাজের দার্শনিক, একজন শিল্পী, একজন নাট্যকার, একজন ঔপন্যাসিক, একজন চিত্রশিল্পী এবং একজন সুরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব অল্প বয়সেই শিল্পকর্ম রচনা শুরু করেন।
- **অসিত কুমার হালদার:** অসিত কুমার হালদার ছিলেন বেঙ্গল স্কুলের একজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জুনিয়র। তিনি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান শিল্পী ছিলেন।
- **গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর:** গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বেঙ্গল স্কুলের একজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট। তার ভাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে, তিনি ভারতের প্রাথমিক আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে একজন হিসাবে গণ্য হন।
- **রামকিঙ্কর বেইজ:** রামকিঙ্কর বেইজ ছিলেন একজন ভারতীয় ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রবর্তক এবং আপেক্ষিক আধুনিকতার মূল ব্যক্তিত্ব।

West Bengal Art and Culture: Handicrafts | পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প রয়েছে যা কেবল নান্দনিকভাবে আকর্ষণীয়ই নয়, পরিবেশ-বান্ধব এবং স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিও। নিম্নে বেশ কিছু সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল -

- **টেরাকোটা (বিষ্ণুপুর):** কলকাতা থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার পশ্চিমে, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণের জীবন ইত্যাদির গল্পগুলি চিত্রিত জটিলভাবে খোদাই করা টাইলস দিয়ে আচ্ছাদিত টেরাকোটার মন্দিরগুলির আবাসস্থল। মন্দির ছাড়াও, শিল্পীরা স্থানীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহারের জন্য

ছোট খেলনা তৈরি করতেন, যেমন মনসার চালি (সর্প দেবী মনসার প্রতিনিধিত্বকারী একটি বস্তু), খাড়া কানযুক্ত ঘোড়া এবং হাতি।

- **ডোকরা (দরিয়াপুর):** কলকাতা থেকে গুসকরা হয়ে প্রায় 140 কিলোমিটার দূরে পূর্ব বর্ধমান জেলার দরিয়াপুর, ডোকরা শিল্পীদের একটি দলের আবাসস্থল, যারা প্রায় 120 বছর ধরে এই শিল্পটি অনুশীলন করছেন। ডোকরা, মোম ব্যবহার করে অ-লৌহঘটিত ধাতব ঢালাইয়ের একটি প্রাচীন রূপ, সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার পর থেকে ভারতের আদিবাসীদের কাছে এটি পরিচিত।
- **মাদুর (সবং):** মূলত, মাদুর, একটি রাইজোম-ভিত্তিক উদ্ভিদ বয়ন করে তৈরি করা। প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আগে এটি আবশ্যক ছিল।
- **ছৌ মুখোশ (চড়িদা):** চড়িদা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার একটি গ্রাম। এই গ্রামটি ছৌ-নাচের আঁতুরঘর হিসেবে পরিচিত। গ্রামটি ছৌ-নাচের মুখোশের জন্মস্থান। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই গ্রামটি।

West Bengal Art and Culture: Literature | বাংলা সাহিত্য

বাংলা সবসময়ই ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। বাংলার মাটি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্যজগতে দিয়েছে। 'বাংলা সাহিত্য' শব্দটিতে বাংলা ভাষার সমস্ত সাহিত্যকর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য গতি লাভ করে, যখন রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের মতো মহান ব্যাক্তিত্ব সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন এবং এর বিকাশের জন্য কাজ করতে শুরু করেন।
- উনিশ শতকের শেষার্ধে, উপন্যাস-লেখার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছিল। প্রথম বাংলা উপন্যাস ছিল প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল,

যা 1858 সালে প্রকাশিত হয়। সেই যুগের অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হল দুর্গেশ-নন্দিনী, দেবদাস, প্রেমের সমাধি, গরিবের মেয়ে, প্রেমের পথে এবং আবদুল্লাহ।

- ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বাংলা সাহিত্য খ্যাতি ও গতি অর্জন করে যখন রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের মতো মহান বিজয়ীরা এর বিকাশের দিকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।
- স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাজা রামমোহন রায়ের 'সংবাদ কৌমুদি', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সোমপ্রকাশ', অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম'-এর মতো সংবাদপত্র বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে তো বটেই, বাকি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেও উস্কে দিয়েছিল। রাজা রাম মোহন রায় ছিলেন ভারতের ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রচারক।
- বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি একটি নতুন কল্পকাহিনী স্কুল তৈরি করেছিলেন এবং বাংলা গদ্যকে তার বর্তমান পরিপূর্ণতার অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং কাজিনাজরুল ইসলামের কবিতাগুলি বিপ্লবের সূচনা করেছিল যা শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করেছিল।
- নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসুর 'জয় হিন্দ' এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম'-এর মতো স্লোগান গোটা দেশকে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলনকে আলোড়িত করেছিল। অবশেষে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আমাদের জাতীয় সংগীত 'জন গণমন' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' উভয়ই বাঙালি কবিদের কাছ থেকে আবির্ভূত হয়েছে।
- ঠাকুর 1913 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং বাংলার সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা এখনও দেশের অন্যতম সেরা উন্মুক্ত শিল্প ও সাহিত্য বিদ্যালয়।

West Bengal Art and Culture: Bengali Theatre | বাংলা থিয়েটার

বাংলা থিয়েটার মূলত বাংলা ভাষায় সঞ্চালিত থিয়েটারকে বোঝায়। বাংলা থিয়েটারের উৎপত্তি ব্রিটিশ শাসনামলে। এটি 19শতকের গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত বিনোদন হিসাবে শুরু হয়েছিল।

- প্রাক-স্বাধীনতা যুগে, বাংলা থিয়েটারগুলি ব্রিটিশ রাজের প্রতি অপছন্দ প্রকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 1947 সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনগুলো থিয়েটারকে সামাজিক সচেতনতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।
- পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রেক্ষাগৃহকে ব্যাপকভাবে কলকাতা-ভিত্তিক থিয়েটার এবং গ্রামীণ থিয়েটারে বিভক্ত করা যেতে পারে। এছাড়াও রয়েছে বাংলা লোক থিয়েটার। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অনেক উপভাষা প্রচলিত।
- যাত্রা নামে বাংলা থিয়েটারের আরও একটি বিভাগ রয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়। এই ঐতিহ্যবাহী বাংলা থিয়েটার ফর্মটি বেশিরভাগ ভ্রমণকারী দল দ্বারা সঞ্চালিত হয়।
- বাদল সরকার, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, শিশির কুমার ভাদুড়ি, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, অমৃতালাল বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পার্থ প্রতিম চৌধুরী, চিত্রা সেন, নবেন্দু সেন বাংলা থিয়েটারের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

West Bengal Art and Culture: Bengali Film | বাংলা সিনেমা

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা, যা টলিউড নামেও পরিচিত, বাংলা ভাষার মোশন পিকচার্সের একটি ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প। এটির প্রাণকেন্দ্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত।

- বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত গ্লোবাল সমান্তরাল সিনেমা এবং আর্ট ফিল্মগুলির অনেকগুলি নির্মাণের জন্য পরিচিত, এর বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র নির্মাতা ভারতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।
- 1956 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী (1955) শ্রেষ্ঠ হিউম্যান ডকমেন্ট হিসেবে পুরস্কৃত হওয়ার পর থেকে, পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্রগুলি প্রায়শই চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদর্শিত হয়।
- আরেকজন বিশিষ্ট বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা হলেন মৃণাল সেন, যার চলচ্চিত্রগুলি তাদের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুপরিচিত।
- প্রথম বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রটি ছিল নীরব -বিলওয়ামঙ্গল, যা কলকাতার মদন থিয়েটার কোম্পানি দ্বারা প্রযোজিত এবং 1919 সালের 8 নভেম্বর মুক্তি পায়, প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ভারতীয় চলচ্চিত্র রাজা হরিশ চন্দ্র মুক্তি পাওয়ার মাত্র ছয় বছর পর।
- এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সুপরিচিত বাঙালি অভিনেতা হলেন উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেনকে বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সুন্দর এবং প্রভাবশালী অভিনেত্রী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কুমার এবং সেন 1950-এর দশকের শেষের দিকে "শাশ্বত জুটি" নামে পরিচিত ছিলেন।
- সেন ছাড়াও সাবিত্রী চ্যাটার্জি এবং সুমিত্রা দেবী 1950-এর দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন।

- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একজন উল্লেখযোগ্য অভিনেতা, তিনি সত্যজিৎ রায়ের বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং 1960-এর দশকে উত্তম কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিবেচিত হন।
- উৎপল দত্ত চলচ্চিত্র ও নাটকে, বিশেষ করে শেক্সপিয়ারীয় নাটকে অভিনয়ের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত।
- ভানু বন্দোপাধ্যায়, রবি ঘোষ এবং অনুপ কুমার তাদের কমিক টাইমিংয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন এবং তাদের বহুমুখী অভিনয় প্রতিভা দিয়ে তারা দর্শক এবং সমালোচকদের হতবাক করে দিয়েছিলেন।

West Bengal Art and Culture: Bengali Architecture | বাংলার স্থাপত্য

বাংলা স্থাপত্যের মধ্যে প্রাচীন শহুরে স্থাপত্য, ধর্মীয় স্থাপত্য, গ্রামীণ স্থানীয় স্থাপত্য, ঔপনিবেশিক টাউনহাউস এবং দেশের বাড়ি এবং আধুনিক শহুরে শৈলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাংলার স্থাপত্য নীচে উল্লেখিত হল -

- **ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল:** ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মধ্য কলকাতার ময়দানের উপর একটি বড় মার্বেল ভবন, যা 1906 থেকে 1921 সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এটি 1876 থেকে 1901 সাল পর্যন্ত ভারতের সম্রাজ্ঞী রানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত।
- **মার্বেল প্যালেস (কলকাতা):** মার্বেল প্যালেস উত্তর কলকাতার ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রাসাদোপম বাড়ি। প্রাসাদটি তার মার্বেল প্রাচীর, মেঝে এবং ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত, যা থেকে এটি তার নাম অর্জন করে।
- **ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা:** মধ্য কলকাতার ভারতীয় যাদুঘর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ঔপনিবেশিক যুগের গ্রন্থগুলিতে কলকাতার ইম্পেরিয়াল মিউজিয়াম নামেও পরিচিত, এটি বিশ্বের নবম প্রাচীনতম যাদুঘর, ভারতের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম মিউজিয়াম।

- **হাজার দুয়ারী রাজপ্রাসাদ:** হাজার দুয়ারী প্যালেস একটি ঐতিহাসিক দুর্গ যা মীর জাফর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং উনিশ শতকে রাজা নবাব নাজিম হুমায়ূন জাহ-এর অধীনে জেনারেল ডানকান ম্যাকলিওড এটি ডিজাইন করেছিলেন।
- **সেন্ট জন'স চার্চ:** সেন্ট জনস চার্চ, মূলত একটি ক্যাথিড্রাল, কলকাতা (কলকাতা) ব্রিটিশ ভারতের কার্যকর রাজধানী হয়ে ওঠার পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা ডিজাইন করা প্রাথমিক পাবলিক বিল্ডিংগুলির মধ্যে একটি ছিল।
- **জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি:** আঠারো শতকে ঠাকুরের দাদা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি তৈরি করেছিলেন। এটি দুটি 'শঙ্কর' বা শিব মন্দির থেকে এর নাম পেয়েছে, যার নাম জোড়া শঙ্কর, যা বাড়ির কাছাকাছি পাওয়া যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ভারতীয় ধ্রুপদী চারুকলার একটি কেন্দ্র।
- **রাসমঞ্চ:** রাসমঞ্চ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী ভবন। এটি 1600 খ্রিষ্টাব্দে মল্লভূমের রাজা হাম্বির মল্লা দেব কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। মন্দিরের বেদি ল্যাটেরাইট পাথর দিয়ে তৈরি এবং উপরের অংশটি ইট দিয়ে তৈরি করা হয়। ভবনটির উপরের অংশ দেখতে অনেকটা পিরামিডের মতো। মধ্যম অংশটি বাঙালি কুঁড়েঘর দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং নীচের অংশের খিলানগুলি ইসলামী স্থাপত্যের অনুরূপ।
- **কোচবিহার রাজবাড়ি:** ইতালীয় রেনেসাঁর ধ্রুপদী ইউরোপীয় শৈলীর ধারণা থেকে প্রতিমাকৃত, এই মহৎ প্রাসাদটি 1888 সালে বিখ্যাত কোচ রাজা মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল।
- **মেটকাফ হল:** মেটকাফ হল ভারতের কলকাতায় অবস্থিত একটি হেরিটেজ বিল্ডিং। স্থাপত্যটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ রাজকীয় স্থাপত্যের প্রতিফলন ঘটায় এবং দৃশ্যত প্রাচীন গ্রীক মন্দিরগুলির অনুরূপ।

- **হুগলি ইমামবাড়া:** হুগলী ইমামবাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর একটি মুসলিম জামাত হল ও মসজিদ। ভবনটি একটি দ্বিতল কাঠামো, যার প্রবেশপথের গেটের উপরে একটি লম্বা ঘড়ির টাওয়ার রয়েছে। মসজিদটিতে দেয়ালে খোদাই করা কুরআনের জটিল নকশা ও গ্রন্থ রয়েছে।